ইউনিট

৮

আখলাকে যামীমা (অসচ্চরিত্র)

ভূমিকা

আখলাকে যামীমা বলতে মানুষের নিন্দনীয় স্বভাবগুলো বুঝায়। আখলাকে যামীমা (অসচ্চরিত্র) আখলাকে হামীদার (সচ্চিত্র) বিপরীত। আখলাকে যামীমা একজন মানুষকে সমাজের মধ্যে নিকৃষ্ট করে তোলে। যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, সন্ত্রাস। তারা সকল গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকে। মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, গীবত করা আখলাকে যামীমার বৈশিষ্ট্য। এসব চরিত্রের লোককে কেউ ভালবাসে না। এমনকি আল্লাহও তাদেরকে ভালবাসেন না।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হল-

পাঠ-১ ঃ অনৈতিকতা
পাঠ-২ ঃ মিথ্যা
পাঠ-৩ ঃ গীবত বা পরনিন্দা
পাঠ-৪ ঃ হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ
পাঠ-৫ ঃ ফিত্না-ফাসাদ (সন্ত্রাস)
পাঠ-৬ ঃ খিয়ানত
পাঠ-৭ ঃ ধূমপান
পাঠ-৮ ঃ মাদকাসক্তি
পাঠ-৯ ঃ অপচয়
পাঠ-১০ঃ হারাম উপার্জন
পাঠ-১১ঃ প্রতারণা

অনৈতিকতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- অনৈতিকতা কী তা বলতে পারবেন।
- অনৈতিকতার কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১.১ অনৈতিকতা কী?

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানব জীবনকে সুন্দর, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে ইসলাম নানাবিধ বিধান বা রীতিনীতি দিয়েছে। এগুলো পালন করা প্রতিটি মানুষের জন্যে একান্ত কর্তব্য। এ বিধানগুলো মেনে নিয়ে সে অনুসারে কাজ করাই নীতি সম্মত।

মানুষ যখন আপন প্রবৃত্তির তাড়নায় ইসলামী রীতিনীতি বা বিধি-বিধান ভুলে যায় বা উপেক্ষা করে নিজের মনমত চলে আর সেটা আল্লাহর বিধানের বিপরীত হয় এবং পাপ হয়, তখন সেটাই অনৈতিকতা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ নৈতিকতা বিরোধী কাজে বা স্বভাবে যখন কেউ পতিত হয় তখন সেটাই হয় অনৈতিকতা।

অনৈতিকতা মানব জীবনের একটি নিকৃষ্ট স্বভাব, যা মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার দ্বারা সকল অন্যায় আচরণ তখন সম্ভব হয়। অনৈতিকতা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

৮.১.২ সংক্ষেপে অনৈতিক বিষয়গুলো হচ্ছে–

- আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস না করা।
- মিথ্যা কথা বলা।
- মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।
- চুরি করা, ডাকাতি করা, ছিনতাই করা।
- অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করা।
- মজুদদারী করা।
- সুদ ও ঘুষ খাওয়া।
- মদ্যপান করা ও নেশা জাতীয় যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা।
- জুয়া খেলা।
- যিনা বা ব্যভিচর করা।
- ঝগড়া- বিবাদ করা।
- রাহাজানি ও চোরাচালানি করা।
- প্রতারণা করা।
- ধূমপান করা।
- মাদকাসক্ত হওয়া।
- অসৎসঙ্গ গ্রহণ করা।
- সন্ত্রাস, হত্যা, চাঁদাবাজী করা।
- কারো কুৎসা রটনা করা।
- প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।
- মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও শিক্ষকদের সম্মান না করা।

৮.১.৩ অনৈতিকতার কুফল

অনৈতিকতার কুফল সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। মানুষ আজ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে।

মিথ্যা কথা বলা একটি অনৈতিক আচরণ। মিথ্যাচার সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলামে মিথ্যাকে সকল পাপ কাজের উৎস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৮.১.৩ অনৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ইসলাম অনৈতিক সকল কাজকর্ম নিষিদ্ধ করেছে। সমাজ থেকে নৈতিকতা বিরোধী সকল কাজ কর্মের মূলোৎপাটন করার নির্দেশ দান করেছে। মহানবী (স:) সমাজ থেকে অনৈতিকতা দূরীকরণার্থে কঠোর আদেশ জারি করেছেন। হাদীসে আছে-

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ-

"তোমাদের মধ্যে কেউ সমাজ বিরোধী, অন্যায়, গর্হিত ও অনৈতিক কাজ করতে দেখলে সে যেন তা শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে। শক্তি প্রয়োগে সক্ষম না হলে যেন মুখের দ্বারা প্রতিবাদ করে, আর তাতেও সক্ষম না হলে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ।"

অন্যায়-অবিচার ও অনৈতিকতার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া মুসলিম উম্মার উপর অর্পিত অপরিহার্য দায়িত্ব। মহান আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

"তোমরাই উত্তম জাতি! তোমাদেরকে মানবতার কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দান করবে এবং অসৎ ও অনৈতিক কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।"

মহানবী (স:) বলেন–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

"তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং নিজ নিজ দায়িত্বের জন্যে জিজ্ঞাসিত হবে।"

ইসলামে অনৈতিকতার স্থান নেই। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলেরই দায়িত্ব সততা ও নৈতিকতার উপর চলা এবং অন্যকে পরিচালিত করা।এ কর্তব্য পালন না করলে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর আদালতে কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.১

নৈর্ব্যাক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন: সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আখলাকে যামীমা বলতে বুঝায়-

ক. পরনিন্দা　　খ. নিন্দনীয় স্বভাবসমূহ

গ. চুরি　　গ. সকল উত্তরই সঠিক

২. মাদকাসক্তি কি?

ক. মদ　　খ. হিরোইন সেবন

গ. মাদক দ্রব্যে আসক্ত হওয়া ঘ. মাদকদ্রব্য সরবরাহ করা।

৩. বেহায়াপনা বলতে বুঝায়-

ক. নাচ-গান করা খ. উচ্ছৃঙ্খলতা

গ. নীতিহীন কাজ করা ঘ. নির্লজ্জ হওয়া

৪. চাঁদাবাজী করা ইসলামে-

ক. নিষিদ্ধ খ. বৈধ

গ. মাকরূহ ঘ. শর্ত সাপেক্ষে বৈধ

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

ক. আখলাকে যামীমা সচ্চরিত্রের বিপরীত।

খ. অনৈতিকতা মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়।

গ. অসৎসঙ্গ গ্রহণ করা অনৈতিকতা নয়।

ঘ. মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনকে শ্রদ্ধা করা নৈতিক বৈশিষ্ট্য।

৩। ডান পাশের শব্দ ব্যবহার করে বাক্য মিলিয়ে লিখুন।

ক. ইসলামে সকল অনৈতিক কাজ-কর্ম	পশুর সমান।
খ. মজুদদারী	অনৈতিকতা,
গ. অনৈতিকতা পরিহার করা মুসলিম উম্মাহর জন্য	অপরিহার্য কর্তব্য,
ঘ. নৈতিকতা বিরোধী কাজ মানব জীবনের একটি	নিষিদ্ধ
ঙ. চরিত্রহীন ব্যক্তি	নিকৃষ্ট স্বভাব,

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক. কিভাবে মানব জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করা যায়?

খ. খারাপ ও নিন্দনীয় স্বভাবকে কি বলা হয়?

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন।

১। অনৈতিকতা কী বর্ণনা করুন।

২। কুরআনের আলোর অনৈতিকতার কুফল বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। আখলাকে যামীমা কী? কী কী কাজ আখলাকে যামীমার অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা করুন।

২। অনৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী বর্ণনা করুন।

মিথ্যা (اَلْكِذْبُ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মিথ্যার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মিথ্যা জঘন্য পাপ, তা প্রমাণ করতে পারবেন।
- মিথ্যার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৮.২.১ মিথ্যা কি?

আরবিতে মিথ্যাকে 'কিয্ব' বলে। মিথ্যা সত্যের বিপরীত। মিথ্যা অর্থ হল প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। তাছাড়া সত্য ঘটনাকে বিকৃত করে বলাকেও মিথ্যা বলে। প্রকৃত ঘটনা গোপন বা ধামাচাপা দেওয়াও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাকে কাযিব বা মিথ্যাবাদী বলা হয়। মিথ্যা বলা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। মিথ্যা বলা মুনাফিকের স্বভাব। মিথ্যাবাদীকে কেউই পছন্দ করে না। মিথ্যা সকল অপকর্মের উৎস। মিথ্যা পরিহার করা অপরিহার্য।

৮.২.২ মিথ্যা জঘন্য অপরাধ

মিথ্যা সকল অপকর্মের মূল। কারণ, মিথ্যার আশ্রয় নিলেই একজন মানুষ যে কোন গর্হিত কাজ করতে পারে। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। তাকে কেউ সাহায্য সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। মিথ্যাবাদী সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তার জীবন দুর্বিষহ হয়। মিথ্যাবাদীরা মানব সমাজে বিভিন্ন ফিত্নার সৃষ্টি করে। মিথ্যাবাদী সম্পর্কে মহানবী(স) বলেন–

اَلْكِذْبُ يُهْلِكُ

"মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।"

মহানবী (স:) মিথ্যার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

"যখন কোন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন তার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতারা পর্যন্ত তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।"

"আল্লাহ তায়ালা মিথ্যাকে জুলুম বা অত্যাচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অতপর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, তারা অত্যাচারী।"

মিথ্যা সমাজকে ধ্বংস করে। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস ও খারাপের দিকে আহ্বান করে।

৮.২.৩ : মিথ্যার পরিণতি

মিথ্যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। মিথ্যা সম্পর্কে মহানবী (স:) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। রাসূল (স:) বলেন,

اِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ-

উচ্চারণ : ইয়াকুম ওয়ালকিয্বা ফাইন্নাল কিযবা ইয়াহদী ইলাল ফুজুরি ওয়া ইন্নাল ফুজুরা ইয়াহদী ইলান্ না-র।

"তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক কেননা, মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে।"

মহানবী (স:) সত্যবাদী ছিলেন। জীবনে কখনো মিথ্যার নিকটেও যাননি। তিনি মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন। সাহাবীদের অন্তরে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতেন। একদিন এক ব্যক্তি মহানবী (স:)-এর কাছে এসে বলল!

"হুজুর, আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি এবং আরও বহু অন্যায় কাজ করি। এমতাবস্থায় আমি কেমন করে এসব পাপ কাজ থেকে মুক্তি পাব? তিনি বললেন, "তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও। লোকটি তাই করল এবং দেখা গেল সে মিথ্যা বলা ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য পাপ কাজও ছেড়ে দিল। তার জীবন সুন্দর হল। পাপ থেকে সে বেঁচে গেল। পরিণামে সে মহৎ ব্যক্তিরূপে গণ্য হল।" মিথ্যা কেবল ইসলাম ধর্মেই নিষিদ্ধ ও জঘন্য অপরাধ নয় বরং সকল ধর্ম ও নীতিতেই মিথ্যা জঘন্য অপরাধ। সুতরাং ছোট, বড়, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-গরিব সকলকে মিথ্যা পরিহার করে চলা ইসলামের বিধান।

সারাংশ

মিথ্যা সকল পাপ ও অন্যায়ের উৎস। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। মিথ্যা সমাজকে কলুষিত করে। সমাজে অন্যায়-অনাচার বৃদ্ধি করে। আল্লাহ মিথ্যা পছন্দ করেন না। মিথ্যা পরিহার সমাজের উন্নতির কারণ। তাই মিথ্যা পরিহার সকলের কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.২

নৈর্ব্যাক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। বহু নির্বচানী প্রশ্নঃ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

(১) মিথ্যা কোন প্রকারের পাপ-

ক. কবিরা গুনাহ　　খ. সাধারণ গুনাহ

গ. ছগিরা গুনাহ　　ঘ. সকল উত্তর সঠিক।

(২) আরবিতে মিথ্যাকে বলা হয়-

ক. সিদ্‌ক　　খ. কিয্‌ব

গ. সবর　　ঘ. রিয়া

(৩) যিনি মিথ্যা বলেন তাকে আরবিতে বলা হয়–

ক. ফাসিক　　খ. জাহিল

গ. কাযিব　　ঘ. কাতিব

(৪) মিথ্যার পরিণতি হল-

ক. ধ্বংস　　খ. ১০০ বার দোযখ

গ. সামাজিক বয়কট　　ঘ. জাহান্নাম

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' লিখুন আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. মিথ্যা বলা মুনাফিকের স্বভাব

খ. মিথ্যা সকল অপকর্মের উৎস।

গ. মিথ্যা পরিহার করা সমাজের অবনতির কারণ

ঘ. রাসূল (সা) লোকটিকে মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিতে আদেশ করেননি।

৩। ডান পার্শ্বের শব্দ ব্যবহার করে বাক্যের মিল করুন–

ক. মিথ্যাবাদীকে কেউ	ধ্বংস করে
খ. মিথ্যাবাদী সমাজকে	পছন্দ করে না
গ. মিথ্যা মানুষকে	সত্যবাদী।

ঘ. মহানবী (সা) ছিলেন সর্বদা	ধ্বংস করে।
ঙ. মিথ্যা সমাজকে	কলুষিত করে।

৪। এক কথায় উত্তর দিন–

ক) আরবিতে মিথ্যাবাদীকে কি বলা হয়?

খ) "মিথ্যা সকল অপকর্মের মা স্বরূপ" উক্তটি কার?

গ) আল-আমীন কার উপাধি?

ঘ) মিথ্যা পরিহার করা উচিত কেন?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন–

ক) তুমি শুধু ..... ছেড়ে দাও।

খ) মিথ্যা ছেড়ে দিলে জীবন .....।

গ) মিথ্যাবাদীকে ..... করে না।

ঘ) মিথ্যা মানুষকে ..... যায়।

ঙ) মিথ্যা ..... কাজ।

৬। সংক্ষেপে উত্তর দিন-

ক) মিথ্যার বিপরীত শব্দটি আরবিতে লিখুন।

খ) মিথ্যা বলতে কী বুঝেন?

গ) মিথ্যা কেন নিন্দনীয়?

ঘ) মিথ্যাবাদী সম্পর্কে মহানবী (সা) কী বলেছেন?

৭। রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) কিযব বা মিথ্যা বলতে কী বুঝায় লিখুন।

খ) মিথ্যা জঘন্য অপরাধ বর্ণনা করুন।

গ) মিথ্যার পরিণাম আলোচনা করুন।

ঘ) কিভাবে মিথ্যা পরিহার করা যায় লিখুন।

পাঠ ৩ গীবত বা পরনিন্দা الغيبة

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- গীবত কি তা বলতে পারবেন।
- গীবতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গীবতের পরিণাম বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৩.১ গীবত বা পরনিন্দা

'গীবত'- আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পরনিন্দা করা, অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা, কারো অগোচরে এমন সব কথা বলা বা তার উপস্থিতিতে বললে সে মনে কষ্ট পায়।

ইসলামী পরিভাষায়, মুখে, লিখনীতে, ইশারা-ইঙ্গিতে, অঙ্গ-ভঙ্গিতে, কিংবা চিত্র লেখা বা অন্য কোন উপায়ে কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোন দোষ-ত্রুটির কথা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনে ব্যথা পায়, তা-ই গীবত বা পরনিন্দা সমালোচিত ব্যক্তি যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন তার অগোচরে নিন্দা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স:) বলেন-

"যার মধ্যে কোন দোষ আছে, তা তার অগোচরে অপরের কাছে বলার নামই গীবত।" জীবিত ব্যক্তির গীবত করা হারাম। মৃত ব্যক্তির দোষ ত্রুটি বা গীবত বলে বেড়ানোও হারাম।

৮.৩.২ গীবতের প্রকারভেদ

গীবত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে–

- শারীরিক দোষ-ত্রুটির গীবত,
- পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত গীবত,
- জাত-বংশ ও খান্দান সম্পর্কিত গীবত,
- বিশেষ কোন বদ অভ্যাস বা পাপাচারজনিত গীবত।

এ সবই প্রত্যক্ষ গীবত। তাছাড়া পরোক্ষ গীবতও আছে। গীবত শোনাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

কারো সংশোধনের জন্যে তার সমালোচনা বা নিন্দা করা দূষণীয় নয়। যেমন সংশোধনের জন্যে জালিমের বিরুদ্ধে কথা বলা, অভিযোগ তুলে ধরা। মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ফাসিক ও পাপাসক্ত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা এবং জনমত গঠন করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যাতে সীমা লংঘিত না হয়।

৮.৩.৩ গীবত বা পরনিন্দার পরিণাম

গীবত বা পরচর্চা নিন্দনীয় কাজ। গীবত বা পরচর্চায় সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ফলে একে অপরের শত্রু হয়ে উঠে। মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও আস্থা-বিশ্বাস নষ্ট করে। সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। একতা ও সংহতি বিনষ্ট হয়। সমাজে অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। গীবতকারীর প্রতি মানুষের ঘৃণার উদ্রেক হয়। গীবতকারীকে কেউ পছন্দ করে না। গীবতের ফলে সমাজে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠে। সমাজ জীবনে জাহান্নামের অশান্তি নেমে আসে। হাদীসে গীবতকে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গীবতকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে বলেন- "তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ কর? না, তোমরা তা পছন্দ করা না? (সূরা হুজুরাত : আয়াত- ১২)

কুরআন ও হাদীসের আলোকে গীবতের পরিণাম–

- নেক আমল বিনষ্ট হয়
- কবর আযাব হয়,

- দুআ কবুল হয় না,
- কিয়ামতে হিসাব কঠিন হবে,
- সমাজে গীবতকারী আস্থাহীন হয়ে পড়ে,
- সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়,
- সাওম পালনের সওয়াব বিনষ্ট হয়,
- কিয়ামতের দিন গীবতকারীকে গীবতকৃত ব্যক্তির লাশের গোশ্‌ত খেতে দেওয়া হবে।

সুতরাং যে কাজ বা কথা দ্বারা মানুষের ঈমান-আকীদা নষ্ট হয়, সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হয়, মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, তা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

সারাংশ

গীবত একটি নিন্দনীয় কাজ। একটি সামাজিক অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা গীবতকারীকে অপছন্দ করেন। গীবত করা আপন ভাইয়ের লাশের মাংস খাওয়ার শামিল। গীবত সমাজে শত্রুতা বৃদ্ধি করে। গীবত করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১) গীবত হচ্ছে–

ক. পরচর্চা করা　　খ. পরনিন্দা করা

গ. কুৎসা রটনা করা　　ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

২) মৃত ও জীবন ব্যক্তির গীবত করা কী?

ক. মাকরূহ　　খ. মোবাহ

গ. হালাল　　ঘ. হারাম

৩) গীবত কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার　　খ. চার প্রকার

গ. তিন প্রকার　　ঘ. কোনটিই সঠিক নয়

৪) গীবতের পরিণাম কি?

ক. কবরে আযাব হয়　　খ. নেক আমল বিনষ্ট হয়

গ. সাওম পালনের সওয়ার বিনষ্ট হয়　　ঘ. সকল উত্তর সঠিক।

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন–

ক) গীবত ফার্সি শব্দ।

খ) কারো পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে সমালোচনা করলে গীবত হয়।

গ) গীবত বা পরচর্চা সমাজে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ) কিয়ামতের দিন গীবতকারীকে মৃত ব্যক্তির গোশ্‌ত খেতে দেওয়া হবে।

৩। ডান পার্শ্বের শব্দ দ্বারা বাম পার্শ্বের বাক্য মিল করুন–

ক. গীবত সমাজে শত্রুতা	অপরাধ।
খ. গীবত একটি সামাজিক	কবুল হয় না।
গ. গীবতকারীর দু'আ	পছন্দ করে না।
ঘ. পরচর্চাকারীকে কেউ	বৃদ্ধি করে।

৪। এক কথায় উত্তর দিন

ক) কারো সংশোধনের জন্যে তার অগোচরে সমালোচনা করা কেমন?

খ) "তোমরা একে অপরের গীবত করো না"- এটি কার বাণী?

গ) কিয়ামতে কার হিসাব কঠিন হবে?

ঘ) বিশেষ কোন বদঅভ্যাসের পেছনে সমালোচনা করা কি?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন-

ক) যার মধ্যে কোন ..... তা তার ..... অপরের কাছে ..... গীবত।

খ) জীবিত ব্যক্তির ..... হারাম, মৃত ব্যক্তি ..... বলে বেড়ানোও .....।

গ) জীবিত বা ..... কাজ। গীবত সমাজে ..... সৃষ্টি করে। একে অপরের ..... ওঠে।

ঘ) আল্লাহ তায়ালা ..... করেন, গীবত করা .... লাশের ..... শামিল।

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

ক) গীবত বলতে কী বুঝায় লিখুন।

খ) গীবত কত প্রকার ও কী কী?

গ) গীবতের তিনটি কুফল বর্ণনা করুন।

৭। রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) গীবত বা পরনিন্দা কী? ব্যাখ্যা করুন।

খ) কী কী কাজ করলে গীবত হয় আলোচনা করুন।

গ) পরনিন্দা বা গীবতের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ কি তা বলতে পারবেন।
- হিংসা-বিদ্বেষের সামাজিক কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- হিংসা-বিদ্বেষ সম্পর্কে ইসলামের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৮.৪.১ হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা-বিদ্বেষ অসচ্চরিত্রের একটি নিকৃষ্টতম দিক। হিংসা-বিদ্বেষকারী সমাজে নিন্দনীয় হয়। আল্লাহ তায়ালা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীকে ভালবাসেন না। অন্যের আয়-উন্নতি, সহায়-সম্পদ ও অন্যান্য সুখ-শান্তি দেখে হিংসার সৃষ্টি হয়। মহানবী (স:) হিংসার উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন- "অপরের প্রাপ্ত নিয়ামতের কামনা থেকেই হিংসার সৃষ্টি হয়।"

হিংসা-বিদ্বেষের মাধ্যমে জীবন ও সমাজ দুর্বিষহ হয়ে উঠে। হিংসা-বিদ্বেষের কুফল মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। হিংসা বিদ্বেষের কারণে মানুষে মানুষে কলহ-বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। হিংসা-বিদ্বেষের পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা সকলের কর্তব্য।

হিংসা-বিদ্বেষ মানে নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে ঘৃণা করা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, শত্রুতা পোষণ করা বা অন্যের অনিষ্ট করা। হিংসুক ব্যক্তি অপরের মঙ্গল চায় না। হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করা প্রতিটি মুসলমান তথা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

৮.৪.২ হিংসা-বিদ্বেষের সামাজিক কুফল

হিংসা-বিদ্বেষের ফলে সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়। মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-মায়া থাকে না। একে অপরের শত্রু-হিসেবে চিহ্নিত হয়। শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে ঝগড়া-বিবাদ ও হত্যাকার্য সংঘটিত হয়। একজাতি অপর জাতির ওপর, এক গোত্র অপর গোত্রের ওপর, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি পোষণ করে। কোন ব্যক্তি তার সামাজিক ও আর্থিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় ও তা থেকে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে। হিংসুক ব্যক্তি অন্যের ভাল কামনা করে না। ফলে সমাজের সকল ক্ষেত্রে হিংসার প্রভাব দেখা দেয়। সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সমাজ এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পতিত হয়।

৮.৪.৩ হিংসা-বিদ্বেষ সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ইসলাম হিংসা-বিদ্বেষকে সব সময় নিরুৎসাহিত করে। ইসলামে হিংসা-বিদ্বেষের স্থান নেই। ইসলাম সব সময় মানুষে-মানুষে ভাই-ভাই হিসেবে চলার নির্দেশ দান করে। মহানবী (স:) বলেছেন- "তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না। বরং আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশি সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়িয নয়"।

(সহীহ মুসলিম)

মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (স:) আরও বলেন-

اَيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتَ كَمَا تَاكُلُ النَّار الْحَطَبَ

"তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ হিংসা মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।" (আবু দাউদ)

পরস্পর সদিচ্ছা ও শুভ কামনাই ইসলামের বিধান। হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা এ মহান নীতির পরিপন্থী আচরণ। এটা ইসলামের আদর্শের প্রতি কুঠারাঘাত করার শামিল। হযরত লুকমান (আ:) তাঁর পুত্রকে কতকগুলো উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি উপদেশ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা সম্পর্কে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

অর্থঃ "তুমি হিংসায় লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।"

কুরআনে মুমিনদের প্রতি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের একদল যেন অন্য দলকে বিদ্রূপ না করে।"

অতীতের জাতিগুলোর মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকায় তারা ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং এ নিকৃষ্ট স্বভাব ও আচরণ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। বহু নির্বাচনীক প্রশ্নঃ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন-

১) হিংসা-বিদ্বেষের পরিণাম কি?

ক. সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় খ. চুরি, ডাকাতি বৃদ্ধি পায়

গ. সমাজে নিন্দনীয় হয় ঘ. সম্পদশালী হওয়া যায়।

২) হিংসা বিদ্বেষের মানে কি?

ক. অন্যের ক্ষতি করা খ. অন্যকে গালি দেওয়া

গ. চোগলখুরী করা ঘ. ষড়যন্ত্র করা

৩) 'তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করোনা'-এ কথা কে বলেন?

ক. হযরত মুহাম্মদ (সা) খ. হযরত আলী (রা)

গ. হযরত আয়িশা (রা) ঘ. হযরত ওমর বিন আবদুল হাফিয

৪) "তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়"- এটি কোন কিতাবে আছে?

ক. আল-কুরআন খ. তাওরাত

গ. মুসলিম ঘ. তিরমিযি শরীফ

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন–

ক) মানুষের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা বৈধ।

খ) হিংসুক ব্যক্তি অপরের অমঙ্গল কামনা করে না।

গ) অপরের প্রাপ্ত নিয়ামতের ধ্বংস কামনা করাই হিংসা।

ঘ) পরস্পর সদিচ্ছা ও শুভ কামনাই ইসলামের বিধান।

ঙ) হিংসা একটি পাপ কাজ।

৩। ডান পাশে থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাক্য পূর্ণ করুন–

ক. হিংসা-বিদ্বেষকারী সমাজে	খেয়ে ফেলে
খ. হিংসা-বিদ্বেষ মানে নিজেকে	বড় মনে করা
গ. হিংসা-বিদ্বেষের ফলে	নিন্দনীয় হয়
ঘ. হিংসুক ব্যক্তি অন্যের সম্পদের	লোভ করে
ঙ. হিংসা মানুষের সৎকর্মগুলোকে	শত্রুতা বৃদ্ধি পায়

৪। এক কথায় উত্তর দিন

ক) হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ভাল না খারাপ?

খ) অন্যের আয়-উন্নতি, সহায়-সম্পদের প্রতি লোভ করা থেকে কি সৃষ্টি হয়?

গ) হিংসা থেকে কোন ধরনের অপরাধের সৃষ্টি হয়?

ঘ) "তুমি হিংসায় লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না"–এটি কার উক্তি?

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর-

ক) তোমরা ..... থেকে বেঁচে থাক। কারণ ..... মানুষের ..... খেয়ে ফেলে, যেমন করে ..... কাঠকে ..... ফেলে।

খ) হে মুমিনগণ ! ..... একদল যেন ..... বিদ্রূপ .....।

গ) ইসলাম ..... সব সময় ..... করে। ইসলামে ..... স্থান নেই।

৬। প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দিন:

ক) হিংসা-বিদ্বেষের উৎপত্তি সম্পর্কে মহানবী (সা) কি বলেছেন?

খ) হিংসা-বিদ্বেষের কয়েকটি কুফল বর্ণনা করুন।

গ) অনুবাদ করুন।

لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

৭। রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন ঃ

ক) অনুবাদ করুন:

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتَ كَمَا تَاكُلُ النَّار الْحَطَبَ

খ) হিংসা-বিদ্বেষ সম্পর্কে ইসলামের বিধান উল্লেখ করুন।

গ) হিংসা-বিদ্বেষের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ফিত্না-ফাসাদ (সন্ত্রাস)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ফিতনা-ফাসাদ কী? তা বলতে পারবেন।
- ফিত্না-ফাসাদ বা সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- ফিতনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাস দমনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৫.১ ফিত্না-ফাসাদ বা সন্ত্রাস-

ফিতনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাস শব্দের অর্থ ভয়-ভীতির মাধ্যম নৈরাজ্য সৃষ্টি করা ইত্যাদি। পরিভাষাগত অর্থ হল: অন্যায়ভাবে দুর্বলের উপর ভয়-ভীতির মাধ্যমে সবলের আধিপত্য বিস্তার।

৮.৫.২ সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ

সন্ত্রাস সৃষ্টির নানাবিধ কারণ রয়েছে। যেমন–

১. নৈতিকতার অভাব

মানুষের মধ্যে তথা যুব সমাজের মধ্যে আদর্শ না থাকায় তারা যেমন খুশি তেমন ভাবে চলে এবং কাজ করে। ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম কোন কিছুই তারা পার্থক্য করতে পারে না। জীবনধারণকেই তারা প্রাধান্য দেয়। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা সচেতন থাকে না। নৈতিকতার অভাবই মানুষকে অপরাধী করে তোলে।

২. দোষী বা অপরাধীর শাস্তি না হওয়া

সমাজে যারা দোষী এবং অপরাধী তারা যদি শাস্তি না পায় তখন অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। দোষীরা আরও বেশি সাহস পায় এবং বেপরোয়া হয়ে উঠে। তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং অবাধে অপরাধ করতে থাকে।

৩. আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার

মানুষ নিজের প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সন্ত্রাসী কাজ কর্মে লিপ্ত হয়। কোন বিষয়ে কারো স্বার্থে আঘাত আসলেই প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে যায় এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপে নিপতিত হয়। যার কারণে সর্বত্র অশান্তি নেমে আসে।

৪. ইসলামী শিক্ষার অভাব

প্রত্যেকটি শিশু নি□*প* হয়ে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। কিন্তু যখন সে বড় হতে থকে তখন তার পারিপার্শ্বিকতা তাকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে। যদি শিশুকাল থেকে তাকে ইসলামী জ্ঞান-দান করা যায় এবং ইসলামের আদর্শ তার অন্তরে বদ্ধমূল করে দেওয়া যায়, তার অন্তরে খোদা-ভীতির সৃষ্টি হয়, তবে তার দ্বারা অন্যায় কাজ সম্ভব নয়। সমাজে যারা সন্ত্রাস করে তাদের কেউই ইসলামী আদর্শে আদর্শবান নয়।

৫. কর্মসংস্থানের অভাব

বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানের অভাব যুব সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসী করে তোলে। লেখাপড়া শেখার পর যদি যুব-সম্প্রদায় সাথে-সাথে কর্মস্থলে যেতে পারে এবং তারা উপার্জন করে, তবে তাদের মধ্যে কোন খারাপ চিন্তা আসে না, তারা সন্ত্রাসী হত না। তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেয় না। দরিদ্রতা, বেকারত্বই যুবকদেরকে সন্ত্রাসীসহ অন্যান্য অপরাধ করতে উৎসাহিত করে।

৮.৫.৩ সন্ত্রাস দমনের উপায়

সন্ত্রাস একটি মারাত্মক অপরাধ। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, "সন্ত্রাস হত্যার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ"। সন্ত্রাস দমন করা আমাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। সন্ত্রাস দমনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে:

১. শিক্ষালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রবর্তন ঃ

ধর্মীয় শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে দান করলে শিশুদের মন-মগজ ইসলামী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। শিশুদের অন্তর কাদামাটির মতো। কাদামাটি দ্বারা যা খুশি তাই তৈরি করা যায়, তেমনি কোমলমতি শিশুদের অন্তরে যা ঢুকিয়ে দেয়া যায়, তাই তাদের অন্তরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। সন্ত্রাস দমনে ধর্মীয় তথা ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই। ইসলামী মূল্যবোধ তাদের অন্তরে গেঁথে গেলে তারা সেই আদর্শেই বড় হয়ে উঠবে। সন্ত্রাসকে ঘৃণা করবে।

২. ইসলামী আইনের অনুশীলনঃ

প্রতিটি মানুষ ইসলামী জ্ঞানে তথা মূল্যবোধে জীবন গঠন করার পর ইসলামী আইনের অনুশীলন খারাপ কাজ থেকে তাকে হিফাযত করবে। আল্লাহভীতি কোন মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হলে সে খারাপ অভ্যাসে বা কাজে লিপ্ত হতে পারে না। ইসলামী নিয়ম-নীতির অনুশীলনই সমাজ থেকে সকল দুর্নীতি, রাহাজানী ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারে।

৩. সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠা ঃ

সালাত মানুষকে সকল খারাপ এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। মানুষ যখন সালাতের অনুসারী হবে, তার মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে। আল্লাহর ভয়ে তখন সে সকল খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কারণ একজন সালাতের অনুসারী ব্যক্তি সর্বত্র আল্লাহকে বিরাজমান জানে। কাজেই আল্লাহর সামনে তার অপরাধ করা সম্ভব নয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল এবং খারাপ কাজ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে।"

৪. আইনের প্রয়োগ ঃ

সরকারকে সন্ত্রাস দমন আইনের পূর্ণ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আইন যদি শিথিল হয়ে পড়ে এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হয়, তা হলে অপরাধীরা নির্বিঘ্নে অপরাধ করতে থাকবে। তাই আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে যারা নিয়োজিত তাদেরকে যথাযথ আইনের প্রয়োগ করতে হবে। তা হলে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যক্রমশ কমে আসবে।

৫. সন্ত্রীসাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ঃ

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে অনেকাংশে সন্ত্রাস দমন করা যাবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যদি সচেতন হয় এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয় তা হলে সন্ত্রাস অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যাবে।

৬. প্রচার মাধ্যমগুলোর বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ ঃ

সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমগুলো যথা পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টিভি প্রভৃতি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পত্র-পত্রিকায় সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে এর অপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যায়। তাছাড়া- রেডিও-টিভিতে সন্ত্রাস বিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে সন্ত্রাস রোধ করা যায়।

৭. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে আন্তরিক হতে হবেঃ

সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে আন্তরিক হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। বহু নৈর্বাচনিক প্রশ্নঃ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) ফিতনা-ফাসাদের পরিভাষাগত অর্থ হল-

ক. ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা

খ. নৈরাজ্য সৃষ্টি করা

গ. ছিনতাই করা

ঘ. দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্য বিস্তার করা।

খ) সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ হলঃ

ক. সামাজিক অবক্ষয়

গ. দুর্বল প্রশাসন

গ. অশিক্ষিত সমাজ

ঘ. দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি না হওয়া।

গ) যুব সমাজ বিপথগামী হয় কেন?

ক. মা-বাবার দ্বারা　　খ. শিক্ষকদের অত্যাচারে

গ. ইংরেজি শিক্ষার অভাবে　　ঘ. কর্মসংস্থানের অভাবে

ঘ) "সন্ত্রাস হত্যার চেয়ে জন্য অপরাধ" এটি বলেন-

ক. আল্লাহ তায়ালা　　খ. হযরত মুহাম্মদ (সা)

গ. হযরত আবু বকর　　ঘ. যীশু খ্রিস্ট

২। সংক্ষেপে উত্তর দিন

ক) অনুবাদ করুন

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

খ) সন্ত্রাস বলতে কী বুঝায়, লিখুন?

গ) "ইসলামী শিক্ষার অভাবে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পায়"-আলোচনা করুন।

ঘ) সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিভাবে সন্ত্রাস দমন করা যায়?

৩। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

খ) সন্ত্রাস দমনের উপায়গুলো সংক্ষেপে লিখুন।

খিয়ানত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- খিয়ানত কী তা বলতে পারবেন।
- খিয়ানতের কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- খিয়ানত সম্পর্কে কুরআন-হাদিসের শিক্ষা আলোচনা করতে পারবেন।

৮.৬.১ খিয়ানত কী?

'খিয়ানত' আরবি শব্দ, এটা আমানতের বিপরীত। খিয়ানতের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ধোকা দেয়া, গচ্ছিত বস্তু চুরি করা ইত্যাদি। সাধারণত কারো কাছে ধন-সম্পদ বা অন্য কোন বস্তু আমানত বা গচ্ছিত রাখলে তা আত্মাৎ বা ক্ষতিসাধন বা গচ্ছিত বস্তু পরিপূর্ণভাবে ফেরত না দেয়ার নাম খিয়ানত। কারো কাছে কোন কথা আমানত বা গোপন রাখার অনুরোধ করলে, সে যদি তা ফাঁস করে দেয় তবে তাও খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি খিয়ানত করে তাকে খায়িন বা খিয়ানতকারী বলা হয়।

৮.৬.২ খিয়ানতের কুফল

খিয়ানত ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নিন্দনীয় ও নিকৃষ্ট কাজ। খিয়ানতের কুফল সুদূরপ্রসারী। ব্যক্তি থেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত খিয়ানতের প্রভাব পড়ে। যার যতটুকু দায়িত্ব রয়েছে ততটুকু যথাযথভাবে পালন না করা বা শিথিলতা প্রদর্শন করাও খিয়ানতের অংশ। হাদীস শরীফে আছে-

"প্রত্যেক মানুষই দায়িত্বশীল আর সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি মানুষই যেমন পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, সমাজপতি, শ্রমিক-মালিক, শিক্ষক-ছাত্র সকলের উপরেই অর্পিত দায়িত্ব রয়েছে। আর তা সুচারুরূপে পালন না করলে খিয়ানতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। খিয়ানতকারী মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স:) একদিন মুনাফেকদের নিদর্শন বর্ণনা করার সময় একটি লক্ষণের কথা এটাও বলেছেন যে,

"যখন তার কাছে কোন জিনিস আমানত রাখা হয়, তখন সে তার খিয়ানত করে"।

খিয়ানত করা মুনাফিকদের কাজ। খিয়ানত করা মহাপাপ। খিয়ানতকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৮.৬.৩ খিয়ানত সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যম খিয়ানত না করার শিক্ষা পাওয়া যায়। খিয়ানতের পরিবর্তে আমানতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। খিয়ানতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং পরস্পরের গচ্ছিত সম্পদেও খিয়ানত করো না। আর এটা যে বিরাট অপরাধ তা তোমরা জান।" (সূরা- আনফাল-২৭)

যারা আমানতের খিয়ানত করে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের জীবনে অসচ্ছলতা, দারিদ্র্য ও গ্লানি নেমে আসে। এ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে মহানবী (স:) বলেন-

اَلْخِيَانَةُ تَجُرُّ الْفَقْرَ

"খিয়ানত দারিদ্র্য ডেকে আনে।"

খিয়ানত করা মুমিনদের কাজ নয়। রাসূল (সঃ) বলেন-

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই।"

মহান আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীকে ভালবাসেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ

"খিয়ানতকারীকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।" (সূরা- আনফাল-৫৮)

সারাংশ

খিয়ানত একটি জঘন্য অপরাধ। খিয়ানতকারী মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত। খিয়ানতকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ব্যক্তি জীবনে প্রতিটি মানুষকে খিয়ানতের বিপরীত আমানতদার হতে হবে। তা হলে আল্লাহ তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। বহু নৈর্বাচনিক প্রশ্নঃ সঠিক উত্তরের পাশে টিক(√)চিহ্ন দিন

ক) খিয়ানত শব্দের অর্থ হল-

ক. বিশ্বাস ভঙ্গ করা　　খ. আমানত নষ্ট করা

গ. গচ্ছিত বস্তু চুরি করা　　গ. সকল উত্তর সঠিক

খ) খিয়ানতকারী কাদের অন্তর্ভুক্ত?

ক. মুসলমানদের　　খ. মুমিনদের

গ. কাফিরদের　　ঘ. মুনাফিকদের

গ) খিয়ানতকারীর শাস্তি কি?

ক জাহান্নাম　　খ. সামাজিক বয়কট

গ. ১০০টি বেত্রাঘাত　　ঘ. ৩ দিনের কারাবাস

ঘ) আমরা খিয়ানত না করার শিক্ষা পাই–

ক. কুরআন থেকে　　খ. কুরআন ও হাদিস থেকে

গ. মা-বাবা থেকে　　ঘ. আত্মীয়-স্বজন থেকে

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন-

ক. যে ব্যক্তি খিয়াত করে তাকে খায়িন বলে

খ. কাউকে ধোকা দেয়া এক ধরনের খিয়ানত

গ. মুনাফিকদের নিদর্শন ৫টি

ঘ. খিয়ানত দরিদ্রতা ডেকে আনে

ঙ. খিয়ানতকারীকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন

৩। ডান পাশের শব্দ ব্যবহার করে বাম পাশের বাক্য পূরণ করুন।

ক. ইসলামের দৃষ্টিতে খিয়ানত একটি	ঈমান নেই
খ. সমাজে বা ব্যক্তি জীবনে খিয়ানতের কুফল	খিয়ানত করো না
গ. তোমরা পরস্পরের গচ্ছিত সম্পদ	জঘন্য অপরাধ
ঘ. যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার মধ্যে	সুদূর প্রসারী।

৪। এক কথায় উত্তর দিন-

ক) যিনি আমানত নষ্ট করেন আরবীতে তাকে কি বলে?

খ) কারো গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া কি ধরনের অপরাধ?

গ) "প্রত্যেক মানুষই আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"।

ঘ) খিয়ানতের পরিবর্তে ইসলাম কোন জিনিসকে উৎসাহিত করেছে?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক) তোমরা ..... ও ..... সাথে ..... করো না।

খ) যারা ..... খিয়ানত করে তারা ..... থেকে বঞ্চিত হয়।

গ) ..... জীবনে ..... ও ..... জীবন ..... আসে।

ঘ) হাদিস, কুরআন দ্বারা ..... না করার ..... পাওয়া যায়।

৬। এক কথায় লিখুন

ক) খিয়ানত কী লিখুন।

খ) খিয়ানতের কুফল সংক্ষেপে লিখুন।

গ) খিয়ানতকারীর শাস্তি বর্ণনা করুন।

৭। সংক্ষেপে উত্তর দিন

ক) খিয়ানত বলতে কী বুঝায়? খিয়ানতের কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

খ) কুরআন-হাদীসের আলোকে খিয়ানতের শিক্ষা বর্ণনা করুন।

গ) ব্যাখ্যা করুন:

وَلَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

ধূমপান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ধূমপান কী, তা বলতে পারবেন।
- ধূমপনের কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধূমপান সম্পর্কে ইসলামের বিধান বর্ণনা পারবেন।
- ধূমপান নিবারণের উপায় উল্লেখ করতে পারবেন।

৮.৭.১ ধূমপান

ধূমপান শব্দের অর্থ হল ধোঁয়া পান করা, ধোঁয়া গ্রহণ করা। 'তামাক' জাতীয় জিনিস পুড়িয়ে তার ধোঁয়া উদরস্থ করার নামই ধূমপান। সাধারণত বিড়ি, সিগারেট, চুরুট ও হুক্কার ধোঁয়া পান করাকেই ধূমপান বলে।

৮.৭.২ ধূমপানের কুফল

ধূমপান বিষপানের মতোই ক্ষতিকর। ধূমপান দৈহিক, আর্থিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষতি এবং অপরাধের কারণ। ধূমপানের কুফলগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলঃ-

১. জঘন্য অপরাধ ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সকল ধরনের ধূমপান একটি জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হালাল খাবার ও পানীয় গ্রহণ করার জন্যে আদেশ করেছেন এবং নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। ধূমপান যেহেতু ক্ষতিকর তাই ধূমপান করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ধূমপান মানুষের ধর্মীয়, স্বাস্থ্যগত এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষতির দ্বার উন্মুক্ত করে।

২. ধূমপান অপব্যয়ের শামিলঃ ধূমপান যেমনি অপরাধ তেমনিভাবে এটি অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে অপব্যয় ও অপচয় করা নিষিদ্ধ। অপব্যয়কারীকে আল্লাহতায়ালা ভালবাসেন না। অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই"। (সূরা বনী ইসলাঈল ঃ ২৭)

ধূমপায়ীরা এ অপব্যয় পুষিয়ে নেয়ার জন্যে অনেক সময় অসদুপায় অবলম্বন করে। এতে মানুষ অন্যায়ের আশ্রয় নেয় এবং পাপ কাজে লিপ্ত হয়।

৩. ধূমপান আঘাতি রোগের সৃষ্টি করেঃ ধূমপান মানবদেহ ও আত্মাকে দুর্বল করে দেয়। ধূমপানের কারণে মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। ধূমপানে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ধূমপানের কারণে মানুষ যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, হাঁপানী, দন্তক্ষয়, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ক্ষুধামন্দা, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বর্তমানযুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে ধূমপানের অপকারিতা ও ক্ষতিকর দিক প্রমাণিত হয়েছে। সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্যে ধূমপান না করাই উত্তম।

৪. ধূমপান ইবাদাতে একাগ্রতা বিনষ্ট করেঃ ধূমপায়ী ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ, কোন শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ, বন্ধু-বান্ধব ও মান্য ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধূমপায়ীর মুখের দুর্গন্ধ, পার্শ্বের মুসল্লির ইবাদাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দুর্গন্ধে তার ইবাদাতে একাগ্রতা নষ্ট করে। কোন কিশোর বা যুবক যদি একবার ধূমপানে অভ্যস্থ হয় তবে তার মধ্যে নানারকম বদ-অভ্যাসের জন্ম নেয়। তা থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না বললেই চলে।

৫. ধূমপান সমাজ ও পরিবেশ দূষিত করেঃ ধূমপায়ী অধূমপায়ীদের কাছে নিন্দনীয় হয়। তাছাড়া ধূমপানের কারণে পরিবেশ দুষিত হয়। ধূমপান আশেপাশের নারী, শিশু ও বৃদ্ধের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

ধূমপায়ীর কাছে অধূমপায়ী থাকলে ধোঁয়ায় তারই বেশি ক্ষতি হয়। ধূমপানের চেয়ে ধূমপায়ীর ধোঁয়া অধূমপায়ীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়। তাছাড়া শিশুরাও এ বদঅভ্যাসটি রপ্ত করতে থাকে এবং ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ে।

৬. ধূমপান বিষপানের চেয়েও মারাত্মক ঃ বিড়ি-সিগারেটের মধ্যে যে নিকোটিন থাকে তা বিষের চেয়েও মারাত্মক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দুটো সিগারেটের নিকোটিন যদি ইনজেকশন দ্বারা সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তাই ধূমপান বিষপানের চেয়েও বেশি মারাত্মক। কেননা বিষপানে শুধু বিষপানকারীরই ক্ষতি হয়। কিন্তু ধূমপানে তার, পরিবেশের এবং অধূমপায়ীর এমনকি ভবিষ্যৎ বংশধরদের ও মারাত্মক ক্ষতি হয়ে তাকে।

৮.৭.৩ ধূমপান সম্পর্কে ইসলামের বিধান

আমাদের হানাফী মাযহাব মতে ধূমপান করা মাকরূহ তাহরিমা। বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের জীবন ধ্বংসকারী অধিকাংশ রোগই ধূমপান থেকে সৃষ্টি হয়। তাই বর্তমান যুগের ইসলামী চিন্তাবিদগণ ধূমপান করাকে পবিত্র পানাহার হিসেবে মনে করেন না। কেননা, পবিত্র বা হালাল পানাহারের মাধ্যমে মানুষের শরীরের উপকার হয়। পক্ষান্তরে ধূমপানে শরীরের ক্ষতি হয়। সব দিক বিবেচনা করে বর্তমানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ ধূমপান করাকে হারাম বস্তু গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত মনে করেন। সুতরাং ইসলামী বিধান মতে ধূমপান না করাই কর্তব্য।

৮.৭.৪ ধূমপান নিবারণের উপায়

ধূমপানের মতো আত্মঘাতী কু-অভ্যাস দূর করা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সকলের কর্তব্য। ধূমপান প্রতিরোধে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা সক্ষেপে তুলে ধরা হলঃ

ক. ইসলামের শিক্ষা অনুসরণঃ ইসলামের শিক্ষা ও বিধি-বিধান ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করে। তাই একজন মানুষ যদি ইসলামের শিক্ষা ও বিধি-বিধানের অনুসরণ করে তবে তার পক্ষে ধূমপান বর্জন করা সহজ হবে। তাই ধূমপান বর্জনের জন্যে ইসলামের শিক্ষার অনুসরণ অপরিহার্য।

খ. ইচ্ছা শক্তি ঃ ধূমপান বর্জনের জন্য ধূমপায়ীর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে। ধূমপায়ী ইচ্ছা করলেই কেবল ধূমপান থেকে বিরত থাকতে পারে।

গ. প্রচার মাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকাঃ ধূমপান বন্ধের জন্যে প্রচার মাধ্যমগুলোর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও-টিভি প্রভৃতির মাধ্যমে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যায়। ধূমপানের কু-অভ্যাস বর্জনের ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তাও বলে দিতে হবে। ধূমপান না করার সুফল প্রচার করতে হবে। ধূমপানে মানুষকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। তা হলে ধূমপায়ীর সংখ্যা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে।

ঘ. সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবেঃ ধূমপান বর্জনের জন্য সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সমাজের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সামাজিকভাবে ধূমপায়ীকে বয়কট করতে হবে। ধূমপায়ীদের সাথে চলাফেরা ও যোগাযোগ বর্জন করতে হবে। প্রতিটি পরিবারের প্রধান তার পরিবারের সদস্যদেরকে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আদেশ দান করবেন। প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থদেরকে ধূমপান বর্জনের জন্যে আহ্বান করবেন, তা হলে ধূমপায়ীর সংখ্যা আস্তে-আস্তে কমতে থাকবে।

ঙ. গণসচেতনতা বৃদ্ধিঃ ধূমপান নিবারণের জন্যে এর ক্ষতিকর দিকগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরে গণসচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণ যদি ধূমপানের কুফল ও ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে তাহলে তারা ধূমপান বর্জন করতে আগ্রহী হবে। ধূমপান বর্জনের জন্যে গণসচেতনতা একটি উত্তম মাধ্যম।

চ. চিকিৎসকদের উদ্যোগ গ্রহণ ঃ ধূমপান বর্জনের জন্যে চিকিৎসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তারা প্রতিটি রোগীকে ধূমপানের কুফল বলে দিতে পারেন। ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে আহ্বান করতে পারেন। পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে পারেন। চিত্রের মাধ্যমে ফুসফুস, যকৃত ও হৃদযন্ত্রের মধ্যে ধূমপানের কারণে ক্ষতস্থানগুলো তুলে ধরতে পারেন। মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে ঘরে-ঘরে ধূমপানের কুফল জানিয়ে দিতে পারেন।

ছ. ধূমপান প্রতিরোধে শিক্ষকের ভূমিকাঃ শিক্ষকগণ হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিশুরা যখন ছোট বেলায় স্কুলে যায় তখন শিক্ষকগণ তাদেরকে ধূমপান না করার জন্যে আদেশ করতে পারেন। আর তাদের প্রতি নজর রাখতে পারেন। তারা যখন একটু বড় হবে এবং বিবেচনা করতে শিখবে তখন তাদেরকে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। যাতে তারা ধূমপান থেকে বিরত থাকে। তাছাড়া ধূমপানে নিরুৎসাহিত করার জন্যে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে পারেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ। সুতরাং ধূমপান বর্জনের প্রচারে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

জ. মসজিদের ইমাম ও আলিমগণের ভূমিকাঃ মসজিদের ইমাম ও আলিমগণ হচ্ছেন সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র। জনসাধারণের সাথে তাদেরই বেশি যোগাযোগ হয়। তারা ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেন। ধূমপান সম্পর্কে ইসলামের বিধান বর্ণনা করে ধূমপানের প্রতি নিরুৎসাহিত করতে পারেন।

ঝ. পাঠ্যপুস্তকে ধূমপান বিরোধী পাঠ সংযোজন ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসার তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বইয়ে ধূমপানের কুফল সম্পর্কিত একটি পাঠ সংযোজন করা যেতে পারে। পাঠের মাধ্যমে শৈশব কালেই যদি শিশুদেরকে ধূমপানের অপকারিতা ও কুফল সম্পর্কে সচেতন করা যায় তাহলে বড় হয়ে তারা আর ধূমপানের মত বদ অভ্যাসে লিপ্ত হবে না। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমে আসবে।

মোটকথা, এ মারাত্মক ক্ষতিকর বদ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে সকলে মিলে সোচ্চার হতে হবে। তা হলে ধূমপান প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) ধূমপান শব্দের অর্থ হল-

ক. জর্দা খাওয়া

খ. সাধারণ অর্থে ধোঁয়া গ্রহণ করা

গ. নেশা জাতীয় জিনিস খাওয়া

ঘ. তামাক জাতীয় জিনিস থেকে ধোঁয়া গলধঃকরণ করা

খ) ধূমপান ইসলামে-

ক. অবৈধ　　খ. বৈধ

গ. মোবাহ　　ঘ. সুন্নাত

গ) ধূমপান কিসের শামিল?

ক. অপব্যয়ের শামিল　　খ. বিষপানের শামিল

গ. অপরাধের শামিল　　ঘ. সকল উত্তর সঠিক

ঘ) ধূমপান নিবারণের উপায় কি?

ক. ইসলামের শিক্ষার অনুসরণ　　খ. মা-বাপের শাসন

গ. বিদ্যালয়ে গমন

ঘ. ছেলে-মেয়েদের হাতে টাকা না দেয়া

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. রমযান মাসে মুসলমানগণ ধূমপান বর্জন করতে পারেন।

খ. রেডিও-টিভিতে ধূমপানের বিজ্ঞাপন বর্জন করতে পারেন।

গ. ধূমপান বর্জনের জন্যে সামাজিক প্রতিরোধ উত্তম পন্থা।

ঘ. মসজিদের ইমমাগণ ধূমপান বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেন।

৩। ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ নির্বাচন করে বাম পাশের বাক্যে মিল করে লিখুন।

ক. সাধারণ বিড়ি, সিগারেট, চুরুট ইত্যাদি পান করার নাম	অপরাধ
খ. ইলামের দৃষ্টিতে ধূমপান একটি	ধূমপান না করা উত্তম
গ. ধূমপানের কারণে মানুষ কঠিন রোগে	আক্রান্ত হয়
ঘ. সুস্বাসস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু লাভে জন্য	ধূমপান

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) ধূমপানের অপর নাম কি?

খ) "অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই" এটা কার উক্তি?

গ) মানুষ যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, হাঁপানী ও ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় কেন?

ঘ) বিড়ি, সিগারেটের কোন জিনিসটি বেশি ক্ষতিকর?

৫। শূন্যসস্থান পূরন করুন।

ক) দুটো সিগারেটের ..... যদি .....দ্বারা সুস্থ্য ..... দেহে .....কবানো হয়, তা হলে ..... অনিবার্য।

খ) ..... চেয়ে ..... ধোঁয়া ..... কম ..... নয়।

গ) ..... আশপাশের নারী ..... ও ..... মারাত্মক ..... করে।

ঘ) ধূমপানের মানুষ ..... আক্রান্ত হয়।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ক) ধূমপান অপব্যয়ের শামিল বর্ণনা করুন।

খ) ধূমপান বলতে কী বুঝায় লিখুন।

গ) প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে কিভাবে ধূমপান বন্ধ করা যায় লিখুন।

ঘ) গণসচেতনতা কী ধূমপান রোধে সহায়ক? লিখুন।

৭। রচনামূলক-প্রশ্নের দিন।

ক) ধূমপান কী? ধূমপানের কুফল আলোচনা করুন এবং

খ) কিভাবে ধূমপান প্রতিরোধ করা যায় বর্ণনা করুন।

পাঠ ৮ মাদকাসক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মাদকাসক্তি কি, তা জানতে পারবেন,
- মাদক দ্রব্যসমূহের নাম বলতে পারবেন,
- মাদকাসক্তির কুফল বর্ণনা করতে পারবেন.
- মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার উপায় বলতে পারবেন।

৮.৮.১ মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি বলতে বুঝায় যে সকল দ্রব্য বা দ্রব্যসামগ্রী পান বা ব্যবহার করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয় তা গ্রহণ বা পান করাকে মাদকাসক্তি বলে। অন্য কথায় নেশা জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী বা মস্তিষ্ক বিকৃতকারী বস্তু গ্রহণ করাই মাদকাসক্তি। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স:) বলেন-

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

উচ্চারণঃ কুল্লু মুসকিরিন খামরুন ওয়া কুল্লু খামরিন হারামুন।

"নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য মদ আর যাবতীয় মদই হারাম"। (সহীহ বুখারী)

রাসূল (স:) আরও বলেন-

مَااَسْكَرَ كَثِيْرُهُ اَوقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

উচ্চারণ ঃ মা আসকারা কাসিরুহ আও কালিলুহু হারামুন।

"যে জিনিসের মধ্যে মাদকাসক্তি রয়েছে, তার অধিক পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ গ্রহণ করাও হারাম।" (তিরমিযী)

মহানবী (স:) মাদকদ্রব্যের কোন নাম উল্লেখ করেননি। তিনি একটি ফর্মূলা বলে দিয়েছেন। তাই যে সকল দ্রব্যের মধ্যেই নেশা থাকবে তাই মাদকাসক্তি। সকল মাদক দ্রব্য বা বস্তু যা মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় তা গ্রহণ করাই হারাম। এ সকল মাদক দ্রব্য বা বস্তু বা পানীয় থেকে নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলকে দূরে থাকতে হবে।

৮.৮.২ মাদক দ্রব্যসমূহ

নেশা সৃষ্টিকারী এবং মস্তিষ্কের বিকৃতিকারী দ্রব্যসমূহ মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এগুলোকে প্রধানত দু'ভাবে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) প্রাকৃতিক

(খ) রাসায়নিক

(ক) প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্যঃ প্রকৃতি থেকে যে সকল মাদকদ্রব্য পাওয়া যায় বা উৎপন্ন হয়, তা-ই প্রাকৃতিক মাদক দ্রব্য। প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্য অধিকাংশই গাছ-গাছড়া থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন তাল বা খেজুর রস থেকে তাড়ি, আঙ্গুর বা খেজুর থেকে নবীজ, আফিম, গাঁজা, ভাঙ, হাশিশ মারিজুয়ানা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য।

(খ) রাসায়নিক দ্রব্য ঃ পরীক্ষাগারে রাসায়নিকভাবে যে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন করা হয় তা-ই রাসায়নিক মাদক দ্রব্য। রাসায়নিক মাদকদ্রব্য আজ ভয়াবহ বিস্তার লাভ করেছে। অসাধু ঔষধ কোম্পানীগুলো ঔষধ তৈরির নামে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন করে চলছে। রাসায়নিক মাদক দ্রব্য বেশি নেশা সৃষ্টি করে থাকে। যা প্রাকৃতিক মাদক দ্রব্য

থেকে বেশি মারাত্মক ও ধ্বংসকারী। যেমন- হিরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন, সঞ্জীবনী সূরা, ফেনসিডিল, বিভিন্ন প্রকার এলকোহল প্রভৃতি।

৮.৮.৩ মাদকাসক্তির পরিণাম

মাদকাসক্তির পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মাদকাসক্তি জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মাদকাসক্তি যদিও সাময়িক আনন্দ দান করে কিন্তু তার ক্ষতিকর দিকটা সর্বগ্রাসী ও বিস্তৃত। নিম্নে মাদকাসক্তির কুফল বর্ণনা করা হলঃ-

১. ধর্মীয় কুফলঃ

মাদকাসক্তি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ করে এবং আল্লাহর ইবাদাত তথা আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে। মাদকাসক্তি মানুষকে সাওম, সালাত এর মত ইবাদাত থেকেও বিরত রাখে। মাদকাসক্তি ব্যক্তিরা নানা রকম পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাদেরকে মাদকাসক্তি থেকে ফিরে আনা সম্ভব হয়ে উঠে না। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা অপবিত্র থাকে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- "শয়তান চায় মাদকাসক্তির মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। তবে কি তোমরা এখনো মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকবে না?"

২. মাদকাসক্তি জীবনীশক্তি লোপ করে

মাদকাসক্তি মানবদেহকে অচল করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখী চলে যায়। জীবনের প্রতি তার কোন মূল্যবোধ থাকে না। মাদকাসক্তির ফলে হজম শক্তি লোপ পায়। মাদকাসক্তির ফলে পাকস্থলিতে ঘা, স্নায়ু দুর্বল হৃদপেশী দুর্বল, লিভার ও কিডনী বিকল করে দেয়। তাছাড়া শিরা ও ধমনীর শক্তি ক্ষয় হয়ে যাওয়াসহ এমনি অনেক ধরনের মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। মাদকাসক্তি ব্যক্তিদের মাঝে অকালে বার্ধক্য আসে। মাদকাসক্তির ফলে তাদের গলদেশ ও শ্বাসনালীর প্রচুর ক্ষতি হয়। মাদকাসক্তির ফলে তারা যক্ষ্মা, জন্ডিস, হার্টের ভাল্বের বৈকল্য প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকালেই প্রাণ হারায়।

৩. মাদকাসক্তির মানসিক কুফল

মাদকাসক্তি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকাসক্তির কারণে মস্তিষ্কের করটেক্স বা উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তির স্তর নিস্তেজ হয়ে যায় ও মানুষ মাতাল হয়ে পড়ে। তখন সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রাস্তা-ঘাটে, ছোট শিশুর সামনে মাতলামি করতে থাকে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির লজ্জা, সংকোচ কমে যায়। কথাবার্তা বেশি বলে, কথাবার্তায় কোন ভারসাম্য থাকে না। এমনকি মাতাল ব্যক্তি অনেক গোপন তথ্যও বের করে দেয়। তার কথাবার্তা জড়িয়ে যায় এবং এক সময়ে অচেতন হয়ে পড়ে।

৪. মাদকাসক্তির নৈতিক কুফল

মাদকাসক্তি মানুষকে মানবতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ছাড়াও মানুষকে যাবতীয় মন্দ ও ঘৃণ্যতর পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে। মাদকাসক্তি মানুষকে বিবেকবর্জিত, অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। ছিনতাই, হত্যা, রাহাজানি, ব্যভিচার, সড়ক দুর্ঘটনা ও নির্যাতনসহ জঘণ্যতম অপরাধের সবকটিই মাদকাসক্তির পরিণাম। মাদকাসক্তি সকল গর্হিত ও অন্যায় কাজের মূল। মহানবী (স:) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

اَلْخَمْرُ اُمُّ الْخَبَائِثِ وَالْفَوَاحِشِ

উচ্চারণঃ আল খামরু উম্মুল খাবায়িছি ওয়াল ফাওয়াহিস।

"মাদকাসক্তি সকল অপকর্ম ও অশ্লীলতার মূল"।

৫. আর্থিক অপচয়

মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করে থাকে। নেশার তাড়নায় মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজের সর্বস্ব বিকিয়ে সর্বশান্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা পরিবারের সকলের টাকা-পয়সা, ঘড়ি, স্বর্ণালংকার চুরি করে বিক্রি করে দেয়; ফলে পরিবারের সকলে অস্বস্তিকর অবস্থায় দিন কাটায়। সর্বত্র ত্রাস ও অশান্তির সৃষ্টি করে। পরিসংখ্যানবিদদের মতে শুধু একটি শহরে মাদকদ্রব্যের ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের

সমান। মাদকাসক্তি কোটিপতিকেও নিঃস্ব-ভিখারী করে দেয়। দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ এ পথে নষ্ট হয়। বিড়ম্বনা, হতাশা ও দুর্ভোগ তখন নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে যায়।

৬. সামাজিক ও জাতীয় জীবনে কুফল

মাদকাসক্ত ব্যক্তি-সমাজ ও জাতীয় জীবনে দারুণ বিপর্যয় ঘটায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকে, তবে তার দ্বারা সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তি সমাজকর্তা হলেও তার দ্বারা একই পরিণতি ঘটবে। যে জাতির যুব সমাজ মাদকাসক্ত, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত। মাদকাসক্ত ব্যক্তির ছেলে-মেয়েরা হাবা, বিকলাঙ্গ, বুদ্ধিহীন ও উচ্ছৃংখল হয়। তারা সমাজ ও জাতির আপদ হয়ে থাকে।

৮.৮.৪ মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার উপায়

আজ বিশ্ব মাদকাসক্তির সর্ববিধ্বংসী পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে চায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিষফল সমগ্র বিশ্বকে আজ আতঙ্কিত করে তুলেছে। সর্বগ্রাসী মাদকাসক্তির এ স্রোত বন্ধ করা একা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সমগ্র বিশ্বের বিবেকবান মানুষ আজ এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করার চিন্তাভাবনা করছে। কেননা, মাদকাসক্তি আজ সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এর প্রতিরোধ চলছে। তাই সকলকে সমন্বিত প্রয়াস ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। মাদকাসক্তির করালগ্রাস থেকে যুবসম্প্রদায় ও সমাজকে মুক্ত করতে হলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষ হতে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলঃ-

১. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাঃ মাদকাসক্তি প্রতিরোধ করতে মাদকদ্রব্য উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, ব্যবহারকারী এবং মাদক দ্রব্য গমন পথের দেশগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

২. শিক্ষার মাধ্যমে উদ্যোগঃ মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে যুব ও কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তকে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে পাঠ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. রেডিও-টিভিতে অনুষ্ঠান প্রচারঃ মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমত সৃষ্টির জন্য সভা, সমিতি, সেমিনার এবং জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৪. কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করাঃ বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য চোরাচালান, উৎপাদন ও ব্যবসায়ের সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এ জন্য ১৯৮৮ সালের প্রণীত বিপজ্জনক মাদকদ্রব্য আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত কঠিন দন্ড সম্বলিত উক্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত এ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব নয়।

৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সক্রিয় করা ঃ বেআইনী মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবসা বন্ধের লক্ষ্যে পুলিশ ও শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. অবৈধ ঔষধ কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা ঃ লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকান বন্ধ করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত নেশা উৎপাদনকারী ঔষধ বিক্রির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

৭. ইমাম ও আলিম সমাজের ভূমিকাঃ মসজিদের ইমাম ও আলিমগণ মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ওয়াজ-নসীহত দান করার মাধ্যমে এর বিস্তৃতি রোধ করতে পারেন।

৮. আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্বঃ বিশ্বের সকল দেশ ও সংস্থাকে মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এর উৎপাদন, সরবরাহ ও পাচার রোধ কল্পে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

মাদকাসক্তিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থাগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.৮

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। বহুনির্বাচনীক প্রশ্ন : সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) মাদকাসক্তি বলতে বুঝায়ঃ

ক. মাদক দ্রব্য　　খ. মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি

গ. মদ ঘ. বিড়ি, সিগারেট খাওয়া

খ) কোনটি মাদক দ্রব্য নয়-
ক. গাঁজা খ. আফিম
গ. মারিজুয়ানা ঘ. পান সুপারী

গ) অল্প পরিমাণ মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা কি?
ক. হালাল খ. হারাম
গ. মাক্‌রূহ ঘ. কোন উত্তর সঠিক নয়

ঘ) পৃথিবীর কোন ধর্মই অনুমোদন করে নাই-
ক. ধূমপান করা খ. পান খাওয়া
গ. মাদকাসক্তি ঘ. প্রার্থনা করা

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. মদ, দাঁজা ও হিরোইনকে মাদকাসক্তি বলে।

খ. সকল নেশা জাতীয় দ্রব্যকে মদ বলে।

গ. মাদক দ্রব্য অল্প পরিমাণ পান করা হালাল।

ঘ. রাসায়নিকভাবে মাদক দ্রব্য উৎপান করা যায়।

৩। ডান পাশের সঠিক শব্দ দ্বারা বাম পাশের বাক্যে মিল করুন।

ক. প্রকৃতি থেকে যে মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তা	আক্রান্ত হয়
খ. রাসায়নিক মাদক দ্রব্য বেশি	সর্বগ্রাহী
গ. মাদকাসক্তি সাময়িক আনন্দ দিলেও ক্ষতিকর দিকটা	ক্ষতি করে
ঘ. মাদকাসক্তির ফলে যক্ষা, জন্ডিস ও হার্টের ভাল্বের বৈকল্য রোগে	প্রাকৃতিক মাদক দ্রব্য

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক. ল্যাবরেটরিতে যে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাকে কি বলে?

খ. খেজুরের থেকে কোন জাতীয় মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়?

গ. "সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম"- এটি কার বাণী?

ঘ. মাদক দ্রব্য কয় ভাগে বিভক্ত?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন-

ক) প্রাকৃতিক অধিকাংশই ..... থেকে উৎপন্ন।

খ) ..... জীবনকে ..... দিকে ..... দেয়।

গ) ..... চায় ..... মাধ্যমে তোমাদেরকে ..... ও ..... থেকে ..... রাখতে।

ঘ) ..... জীবনীশক্তি ..... করে দেয়।

৬। সংক্ষেপে উত্তর দিন।

ক. মাদকদ্রব্য কিভাবে উৎপন্ন করা যায়? লিখুন।

খ. মাদক দ্রব্য বলতে কী বুঝায়?

গ. অনুবাদ করুন-

مَااَسْكَرَ كَثِيْرُهُ اَوقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

৭। রচনামূলক উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিন।

ক. মাদকাসক্তি কী? বিস্তারিত লিখুন।

খ. মাদক দ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

গ. মাদকাসক্তির পরিণাম ফল উল্লেখ করুন।

ঘ. মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

অপচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- অপচয় কী, তা বলতে পারবেন
- অপচয়ের পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৯.১ অপচয় কী?

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। তার জীবন ধারণের জন্যে প্রত্যহ বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন পড়ে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন নিয়ামত দান করেছেন। এ গুলোর যথাযথ ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন। আর এ সকল জিনিসপত্র বা উপায়-উপকরণ পাপের কাজে বা অন্যায়ভাবে বা অপ্রয়োজনে যখন ব্যয় করা হয় তখন তাকে অপচয় বলে। এক কথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করাকে অপচয় বলে।

জীবন ধারণের জন্যে বিলাসিতা অপচয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তাছাড়া কৃপণতাও এক ধরনের অপচয়। কারণ, কৃপণ ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ যথাযথভাবে ব্যয় করে না। নিজেরা ভোগ করে না এবং অন্যদেরকে ভোগ করতে দেয় না। তারা সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। ফলে এক সময়ে দেখা যায়, বিভিন্নভাবে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এটা এক ধরনের অপচয়।

প্রয়োজনমত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা যায়।

৮.৯.২ অপচয়-এর পরিণাম

অপচয় করা ভাল কাজ নয়। কারণ অপচয় করলে অনেক সময় অভাবে পড়তে হয়। দু:খ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। অপচয়ের ফলে ধনীর সম্পদও একদিন নি:শেষ হয়ে যায় এবং তার জীবনে নেমে আসে দরিদ্রতা। অপচয়কারী পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অশান্তির মাঝে দিন কাটায়। তার স্ত্রী ও সন্তানগণ চরম কষ্ট ভোগ করে।

অপচয়কারীকে ইসলাম কখনো পছন্দ করে না। অপচয়কারীর অপচয় রোধের জন্য ইসলাম সব সময় অপচয়কারীকে নিন্দা করেছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা তুবাযযির তাবযিরা। ইন্নাল মুবাযযিরীনা কানূ ইখওয়ানাশ শইয়াত্বীন। (বনী ইসলাঈল-২৭)

"আর তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না! নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬, ২৭)

ইমাম মালিক (র) বলেন- হালাল বা বৈধ পথে অর্থ উপার্জন করে অবৈধ পথে ব্যয় করাকে অপচয় বলে। আর এটা হারাম।

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন- হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও অপচয় এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, অপচয় কেননা এর দ্বারা ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা থেকে যায়।

উল্লিখিত আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এবং বর্ণিত মুসলিম আইনবিদদের আলোচনা থেকে একথাই প্রমাণিত যে, অপব্যয় বা অপচয় উভয়ই গর্হিত এবং নিষিদ্ধ কাজ। এ কাজ থেকে আমাদের সকলকে বিরত থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.৯

নৈর্ব্যাক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) আশরাফুল মাখলুকাত কে?
- ক. ফেরেশতাগণ
- খ. নবী-রাসূলগণ
- গ. মানুষ
- ঘ. জিন জাতি

খ) অপচয় কিভাবে রোধ করা যায়?
- ক. কৃপণতা করে
- খ. টাকা-পয়সা ব্যাংকে রেখে
- খ. আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে
- ঘ. কোন উত্তরই ঠিক নয়।

গ) কৃপণতা এক ধরনের-
- ক. অপচয়
- খ. মিতব্যয়িতা
- গ. সম্পদ অপচয়ের কারণ
- ঘ. মানবিক গুণ

ঘ) অপচয় করা ভাল কাজ নয় কেন?
- ক. অপচয় করলে সম্পক নষ্ট হয়
- খ. অভাব দেখা দেয়
- গ. দরিদ্রতা নেমে আসে
- ঘ. সকল উত্তর সঠিক

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক) অপচয়কারী পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অশান্তি ভোগ করে।

খ) অপচয়কারীকে ইসলাম পছন্দ করে।

গ) যদি অন্যায় ও অহেতুক কাজে সামান্য পরিমাণ ব্যয় করা হয় তবে তা অপব্যয় হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ) হালাল পথে উপার্জন করে হারাম পথে ব্যয় করাকে অপচয় বলে।

৩। ডান পাশের সঠিক শব্দ ব্যবহার করে বাম পাশে বাক্য সম্পূর্ণ করুন।

ক) অপচয় করলে অনেক সময় প্রয়োজনে	করোনা
খ) তোমরা কিছুতেই অপব্যয়	অভাব দেখা দেয়
গ) হারাম ও অবৈধকাজে এক দিরহাম ব্যয় করাও	নিয়ামত দিয়েছেন
ঘ) জীবন ধারণের জন্য ব্যয় করা	অপচয়

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... আশরাফুল মাখলুকাত বা ..... সেরা ..... জীব।

খ) ..... ব্যক্তি তাদের ..... যথাযথভাবে ..... করে না।

গ) ..... করা ..... কাজ নয়। কারণ ..... করলে ..... ভোগ ..... হয়

ঘ) অনুমোদিত কাজে ..... খরচ করা, যাদ্দরুন ভবিষ্যতে .... হয়ে পড়ার ..... দেখা দেয় ..... এটাও ..... অন্তর্ভুক্ত।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ক) অপচয় কী? লিখুন।

খ) অনুবাদ করুন

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

গ) অপচয়কারীকে ইসলাম পছন্দ করে না কেন?

৭। রচনামূলক উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিন।

ক) অপচয় বলতে কী বুঝেন? আলোচনা করুন।

খ) অপচয় করার পরিণাম সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ ১০ হারাম উপার্জন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হারাম উপার্জন এর পরিচয় দিতে পারবেন।
- হারাম উপার্জনের কুফল বলতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।

৮.১০.১ হারাম উপার্জন

হারাম হালালের বিপরীত। হালাল যেমন বৈধ, হারাম তেমনি অবৈধ ও নিষিদ্ধ। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ পাক মানুষকে যেমন সৃষ্টির সেরা করেছেন তেমনি তার জন্যে পবিত্র খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। আর পবিত্র খাদ্য-উপার্জন ফরয করে দিয়েছেন। ন্যায় নীতির ভিতর থেকে মানুষকে রোজগার বা উপার্জন করতে হবে। আর এটাই ইসলামের বিধান, কিন্তু মানুষ ন্যায়-নীতি ভুলে গিয়ে মানবতা বিরোধী ও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর পন্থায় আয়-উপার্জন করে থাকে। আর এ উপার্জনই হারাম উপার্জন।

যে সকল পন্থায় হারাম উপার্জন করা হয় তা হলঃ

- কাউকে প্রতারণা করে অর্থ আদায় করা।
- ছল-চাতুরী করে অর্থ উপার্জন করা।
- জিনিস-পত্রে ভেজাল দিয়ে ক্রেতাকে ঠকিয়ে যে অর্থ উপার্জন করা এবং এর মাধ্যমে বেশি মুনাফা করা।
- বিক্রির সময় ওজনে কম দেয়া এবং ক্রয়ের সময় ওজনে বেশি নেয়া।
- চুরি করে সম্পদশালী হওয়া।
- ডাকাতি করে মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া।
- ছিনতাই করা,
- সুদ খাওয়া,
- ঘুষ খাওয়া,
- হারাম ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা।
- শক্তি প্রয়োগ করে কারো সম্পদের মালিক হওয়া।

৮.১০.২ হারাম উপার্জনের কুফল

ইসলামে হারাম উপার্জন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। হারাম উপার্জনের দ্বারা রুজি গ্রহণ করা ইসলাম সমর্থন করে না। মহানবী (স:) হারাম উপার্জনকে নিরুৎসাহিত করেছেন। মহানবী (স:) বলেন-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইয়াদখুলুল জান্নাতা লাহমুন নাবাতা মিনাছ ছুহ্‌তি ওয়াকুল্লু লাহ্‌মিন নাবাতা মিনাছ ছুহ্‌তে কানাতিন্ নারু আওলা বিহি।

"যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না আর যে সকল মাংস হারাম দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তার জন্য দোযখই উত্তম স্থান।" (আহমদ ও দারেমী)

ঘুষ খাওয়া হারাম। যে ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ঘুষ গ্রহণ হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ। ঘুষের দ্বারা অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে মহানবী (স:) কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। মহানবী (স:) বলেন-

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ كِلَاهُمَا فِىْ النَّارِ-

"ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামী।"

সুদ একটি হারাম ও অবৈধ উপার্জন। সুদ অত্যাচার ও শোষণের হাতিয়ার। ইসলাম সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সুদের অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী। সুদের ব্যাপক অনিষ্টতার কারণে আল্লাহ তায়ালা সুদ ও সুদখোর এবং সুদ-কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুদের পরিণাম সম্পর্কে মহানবী (স:) বলেন-

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَىٰ وَالزِّنَا فِىْ قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ-

"সুদ ও ব্যভিচার যখন কোন দেশে-শহরে, গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে যায়।" (মুসনাদে হাকিম)

রাসুল (স:) আরও বলেন-

لَعَنَ اللّٰهُ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ-

"যে সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, তাদের সাক্ষী হয় ও দলিল লিখে তাদের সকলের উপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেছেন।" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

এছাড়াও যত প্রকারের হারাম পন্থায় উপার্জন করা যায় প্রতিটি পন্থাই ইসলামে নিষিদ্ধ এবং হারাম করা হয়েছে। আমাদের জীবনকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে সকল প্রকার হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা উচিত। হারাম উপার্জন দ্বারা উদর পূর্তি করে আল্লাহর ইবাদাত করলে তা কবুল হয় না।

৮.১০.৩ হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনয়ন করা যেমন ফরয তেমনি হালাল উপার্জন করাও একটি ফরয। হালাল খাবার খাওয়া, হালাল পয়সায় তৈরি পোশাক পরিধান করা, হালাল গৃহে বাস করা ইত্যাদি সব কাজই ফরয। হালাল উপার্জন করলেই এ সকল বিষয়ে হালাল ও পবিত্রতা বজায় রাখা যায়। মহানবী (স:) হালালের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন-

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

"হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরযের পর আরেকটি ফরয"। (বায়হাকী)

ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হল হালাল রুজি। যার রুজি হালাল নয়, তার যাবতীয় ইবাদাত যথা- সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কিছুই কবুল হবে না। এ জন্যে ইসলামে হালাল রুজি উপার্জনকারীকে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ سَعٰى عَلٰى عِيَالِهٖ مِنْ حِلِّهٖ هُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

"যে ব্যক্তি হালাল রুজি দ্বারা তার পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতূল্য।"

ইসলামে হালাল কাজে, হালাল উপার্জনে এবং হালাল পন্থায় সব ধরনের শ্রমের মর্যাদা রয়েছে। জীবিকা অর্জনের জন্যে পরিশ্রম করাকে ইসলামে ইবাদাত হিসেবে গণ্য করেছে। হালাল উপার্জন সকলের জন্য কল্যাণকর। হালাল উপার্জন এবং হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ইসলামী জীবনব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.১০

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

ক) কোনটি হারাম উপার্জন নয়?
- ক. সুদ খাওয়া
- খ. ঘুষ লওয়া
- খ. জিনিস পত্রে ভেজাল দেয়া
- ঘ. নিয়ম-নীতির মাধ্যমে রোজগার করা

খ) হালাল উপায়ে উপার্জন করা কি?
- ক. ফরয
- খ. সুন্নাত
- গ. ওয়াজিব
- ঘ. মোবাহ্

গ) হারামকে অস্বীকার করা কি?
- ক. কুফর
- খ. ফাসিক
- গ. শিরক
- ঘ. বিদআত

ঘ) ঘুষ-গ্রহণ করার পরিণাম কি?
- ক. কাফির
- খ. জাহান্নাম
- গ. পাপ
- ঘ. ১০টি বেত্রাঘাত

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক) হারাম যেমন বৈধ, হারাম তেমন নিষিদ্ধ।
খ) ভাল জিনিসের মধ্যে খারাপ জিনিস মিশিয়ে বিক্রি করা হারাম।
গ) কাজে ফাঁকি দিয়ে অর্থ উপার্জন করা হারাম নয়।
ঘ) সুদ খেলে আল্লাহর আযাব আসে।

৩। ডান পাশের শব্দ থেকে সঠিক শব্দ বাছাই করে বাম পাশের বাক্যে মিল করুন।

ক) সুদ একটি হারাম ও অবৈধ	উভয়ে জাহান্নামী
খ) যে সুদ খায় আর যে সুদ দেয়	উপার্জন
গ) যে সুদ খায় আর যে কারো সম্পদের মালিক হওয়া	অপরাধ
ঘ) সুদ খাওয়া ব্যভিচারের ন্যায় জঘন্য	হারাম

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) সুদ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?
খ) হালাল উপার্জন করা কী?
গ) ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত কী?
ঘ) হালাল উপার্জনকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... উপর ..... আনা যেমন ..... তেমনি ..... উপার্জন করা .....।
খ) ..... কবুল হওয়ার ..... হচ্ছে ..... উপার্জন।
গ) ..... খাবার খাওয়া, ... পোশাক ..... করা, ... গৃহে বা করা ....।
ঘ) ..... উপার্জন দ্বারা ..... করে ..... ইবাদাত করলে তা .... না।

৬। সংকেক্ষপে উত্তর দিন।

ক) অনুবাদ করুন

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ كِلَاهُمَا فِىْ النَّارِ-

খ) কয়েকটি হারাম উপার্জনের নাম লিখুন।

গ) হারাম উপার্জন করা কী?

৭। রচনামূলক উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিন

ক) হারাম উপার্জন কী? বিস্তারিত লিখুন।

খ) হারাম উপার্জনের কুফল বর্ণনা করুন।

গ) হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

প্রতারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- প্রতারণা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রতারণার কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১১.১ প্রতারণা কী?

প্রতারণা অসচ্চরিত্রের একটি নিকৃষ্ঠতম উদাহরণ। এটা একটি মারাত্মক চারিত্রিক দোষ। এটি একটি সামাজিক অপরাধ। প্রতারণার কারণে সমাজ-সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রতারণা দ্বারা মানুষকে ঠকানো বা ফাঁকি দেয়া হয়।

যে সকল কাজে প্রতারণা করা হয় তা হল-

- বিশ্বাস ভঙ্গ করা
- কোন জিনিসের দোষ গোপন করে বিক্রি করা।
- মাপে কম দেয়া ও বেশি নেয়া।
- বেশি দামের জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে বিক্রি করা।
- মিথ্যা কসম করে অন্যের হক নষ্ট করা।
- ভাল জিনিস দেখায়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দেয়া।
- বিদেশী মোড়কে দেশী পণ্য বিক্রি করে ধোকা দেয়া।
- হাস-মুরগি, কবুতর প্রভৃতি ওজনে বেশি হওয়ার জন্যে পেটে পাথর, কংকর ও অধিক খাদ্য ভর্তি করে দেয়া।
- গাভী, মহিষ, ছাগল বিক্রি করার আগে স্তনে দুধ জমা করে বেশি বোঝানো।
- জিনিসপত্রের উপরে ভাল জিনিস রেখে ভিতরে খারাপ জিনিস ঢুকিয়ে রাখা এবং বিক্রির সময় তা বিক্রি করা।
- অধিক মুনাফা লাভের জন্যে বিনা কারণে জিনিসপত্রের সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বৃদ্ধি করা।

৮.১১.২ প্রতারণার কুফল

প্রতারণা একটি সামাজিক অপরাধ। মানুষ প্রতারণাকারীকে ভালবাসে না বরং তাকে ঘৃণা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণা অত্যন্ত ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ। ইসলাম প্রতারণা ও ধোঁকা দেয়ার পন্থাকে হারাম করে দিয়েছে। প্রতারণা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কেই হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপাইে হোক, কোন ক্রমেই বৈধ নয়। ইসলামের বিধান হচ্ছে, সকল ব্যাপারেই মানুষ সততাও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে। কাজেই ধোঁকা ও প্রতারণার স্থান ইসলামে নেই।

প্রতারণা মিথ্যার নামান্তর। মিথ্যা যেমন ঘৃণ্য কাজ; প্রতারণা ও তেমনি ঘৃণ্য। এটি একটি সমাজদ্রোহী কাজ এবং মহাপাপ। মহানবী (স:) বলেছেন-

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

উচ্চারণঃ মান গাশ্‌শা ফা-লাইছা মিন্না।

"যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের মুসলিম উম্মতর্ভুক্ত নয়।"

প্রতারণা দ্বারা অর্জিত জীবিকা হারাম। আর যে দেহ হারাম উপার্জন তথা রুজি দ্বারা পরিপুষ্ট হয় সে দেহ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

প্রতারকের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হয়। মহানবী (স:) বলেন, "যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর কাছে ঘৃণিত এবং ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।

প্রতারণাকারীর প্রতি অভিসম্পাত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"হীন ঠকবাজরা ধ্বংস হোক। যারা লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে। কিন্তু অন্যকে মেপে ও ওজন করে দেয়ার সময় কম দেয়।" (সূরা আল মুতাফ্‌ফিফিন ঃ ৩)

প্রতারণাকারী ঈমানদার নয়। কেননা ঈমানদার কখনো প্রতারণা করতে পারে না। মহানবী (স:) বলেন-

"যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমার উম্মত নয়। আর যে কারো সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের মুসলিম দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

প্রতারণা মিথ্যারই আরেক রূপ। মিথ্যার সাহায্যে যেমন প্রকৃত সত্য গোপন করা হয়, প্রতারণার মাধ্যমেও তেমনি বাস্তব ও প্রকৃত অবস্থাকে গোপন ও আড়াল করা হয়। অনেক সময় প্রতারণার মাধ্যমে মিথ্যার চেয়েও বেশি ক্ষতি করা হয়। প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্তব্য।

প্রতারণা তাকওয়ার পরিপন্থী কাজ। মুমিন ব্যক্তি কখনো প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে না। যারা প্রতারণা করে, তারা কখনো মুত্তাকী হতে পারে না।

সারাংশ

প্রতারণা আখলাকে যামীমা বা নিকৃষ্ট আচরণের মধ্যে জঘণ্যতম আচরণ। ইসলাম প্রতারণা করাকে হারাম করে দিয়েছে। প্রতারণাকারী মুসলিম উম্মতভুক্ত নয়। প্রতারণাকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। প্রতারণাকারী ঈমানদার ও মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা সকল প্রতারণাকারীর উপর অভিসম্পাত করেন। সুতরাং এ রকম গর্হিত কাজ থেকে আমাদের সকলকে বেঁচে থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.১১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক(✓) চিহ্ন দিন।

ক) প্রতারণা কিসের উদাহরণ?

ক. ডাকাতির　　খ. অসচ্চরিত্রের

গ. ব্যবসায়ের　　ঘ. কোনটাই সঠিক নয়।

খ) কোনটি প্রতারণা নয়?

ক. মাপে কম দেওয়া ও বেশি নেয়া　　খ. বিশ্বাস ভঙ্গ করা

গ. নিম্ন মানের জিনিস বিক্রি করা　　ঘ. মিথ্যা কসম খাওয়া ও ধোঁকা দেয়া।

গ) ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণা করা-

ক. বৈধ　　খ. হারাম

খ. বিদআত　　ঘ. মাকরূহ

২। সঠিক উত্তরের পাশে 'স' আর ভূল উত্তরের পাশে 'মি' লিখুন।

ক) প্রতারণাকারী ঈমানদার ও মুসলমান থেকে বহির্ভূত নয়।
খ) মুমিন ব্যক্তিগণ কখনো প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারেন না।
গ) প্রতারণা করা মিথ্যার আরেক রূপ।
ঘ) গাভী বা মহিষ বিক্রি করার আগে স্তনে দুধ জমা করে বেশি দেখানো হারাম।

৩। ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ ব্যবহার করে বাম পাশের বাক্য মিল করুন।

ক) প্রতারণা একটি সামাজিক	প্রতারণা
খ) ইসলামে ধোকা ও প্রতারণার	ধ্বংসের মুখোমুখী হয়
গ) ভাল জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দেয়া	প্রতারণা
ঘ) প্রতারণার কারণে সমাজ সভ্যতা	রোগ

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) যে প্রতারণা করে তাকে কী বলে?
খ) কোন জিনিসের দোষ গোপন করে বিক্রি করা কী?
গ) প্রতারণা দ্বারা মানুষকে কী করা হয়?
ঘ) প্রতারণা দ্বারা জীবিকা অর্জন করা কেমন?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... ঈমানদার নয়, কেননা ..... কখনো ..... করতে পারে না।
খ) অনেক সময় ..... মাধ্যমে ..... চেয়েও বেশি ..... করা হয়।
গ) প্রতারণকারী ..... প্রবেশ করতে।
ঘ) ..... ও তাঁর ফেরেশতাগণ ..... উপর ..... করেন।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ক) প্রতারণা বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
খ) প্রতারণার তিনটি উদাহরণ দিন।
গ) অনুবাদ করুন مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিন

ক) যে সকল উপায়ে প্রতারণা করা হয় তা লিখুন।
খ) সংক্ষেপে প্রতারণার কুফল বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৮

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. অনৈতিকতা কী? অনৈতিকতার কুফল বর্ণনা কর। অনৈতিকতা রোধে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরুন। (৮.১.১-৮.১.৩)
২. মিথ্যা কী? মিথ্যা কেমন অপরাধ এবং মিথ্যার পরিণতি কী? লিখুন। (৮.২.১ - ৮.২.৩)
৩. গীবত বা পরনিন্দা বলতে কী বুঝায়? গীবতের প্রকারভেদ ও এর পরিণাম লিখুন। (৮.৩.১ - ৮.৩.৩)
৪. হিংসা-বিদ্বেষ কী? এর সামাজিক কুফল বর্ণনা করে হিংসা বিদ্বেষ সম্পর্কে ইসলামের বিধান বর্ণনা করুন। (৮.৪.১ - ৮.৪.৩)
৫. ফিত্না-ফাসাদ বা সন্ত্রাস বলতে কী বোঝায়? সন্ত্রাসের কারণ এবং সন্ত্রাস দমনের উপর বর্ণনা করুন। (৮.৫.১ - ৮.৫.৩)
৬. খিয়ানত কী? খিয়ানতের কুফল এবং এ সম্পর্ক কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা লিখুন। (৮.৬.১ - ৮.৬.৩)
৭. ধূমপান কী? ধূমপানের কুফল এবং ধূমপান নিসরণের উপর লিখুন। (৮.৭.১ - ৮.৭৪)
৮. মাদকাসক্তি কী? মাদকদ্রব্য সমূহ কী কী? মাদকাসক্তির পরিণাম কী?